Islami Ain O Bichar
Vol. 17, Issue: 68
Oct.-Dec. 2021

প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা : শরীআহ্ ও প্রচলিত আইনের আলোকে পর্যালোচনা

The Protection of the Rights of the Older Persons : An Analysis in the Light of *Sharī'ah* and Existing laws

Mohammad Abdul Jalil*

ABSTRACT

Generally the older persons refer to those people who cross the threshhold of 60. Naturally thier physical capacity decreases in this age. At this juncture of life, they are in need of assistance of others in carrying out their normal activities. Unfortunately many old people are forced to isolate themselves from their family and live their lives in the old home. For this reason, in various countries in the world, the rights of the older persons are being taken seriously both socally and on state level. In order to protect the rights of older persons, the Government of Bangladesh has also approaved the National Policy on Older Persons 2013, and included the matter in the national social safety program under the Project of the social safety nets. On the other hand, fourteen hundred years back, have the instructions on the protection of the rights of the older persons been detailed. In this regard, all the issues of fundamental rights including the age limit of the older person, his dignity, food, clothing and medication have been discussed. The presente article has been produced to conduct a comparative assessment of the two Laws. In writing the article, the descriptive, analytical and comparative methods have been followed. It has been found in the findings of the research that the point of the rights of older persons being relevant, steps are being taken in protecting those rights in various Laws of the world. Long before has Islamic Sharī'ah however established the due dignity of the older persons and their rights.

Keywords : elderly; rights; protection; Sharī'ah law and existing law

* Mohammad Abdul Jalil is an assistant professor of Islamic Studies, Sharonkhola Government College, Bagherhat and PhD Researcher, Department of Islamic Studies, University of Dhaka, Bangladesh, email: mdabdulj68@gmail.com

সংক্ষিপ্তসার

ষাটোর্ধ্ব লোকদেরকে সাধারণত প্রবীণ বলা হয়। স্বাভাবিকভাবে এ বয়সে তাদের শারীরিক সক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে জীবনের এ সন্ধিক্ষণে তাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজ-কর্মে অন্যের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। অথচ বর্তমান সমাজে অনেক প্রবীণকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে জীবনাতিপাত করতে হচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ও উদ্বেগের বিষয়। এ কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে প্রবীণের অধিকারের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারও প্রবীণের অধিকার সুরক্ষায় "জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩" অনুমোদনসহ বিষয়টি জাতীয় নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেছে। অন্যদিকে প্রায় দেড় হাজার বছর পূর্বে আল-কুরআন ও আল-হাদীসে প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রবীণের বয়সসীমা, প্রবীণের মর্যাদা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, সেবাসহ তাদের মৌলিক অধিকারের যাবতীয় বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এ উভয় আইনের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অত্র প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বর্ণনা, বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়েছে। গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে যে, বর্তমান আধুনিক বিশ্বে প্রবীণের অধিকার বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হওয়ায় বিভিন্ন আইনে তাদের সুরক্ষার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। তবে ইসলামী শরীআহ্ প্রবীণদের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে অনেক পূর্বেই।

মূলশব্দ : প্রবীণ, অধিকার, সুরক্ষা, শরীআহ্ আইন ও প্রচলিত আইন।

১. ভূমিকা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হওয়ার কারণে জীবনঘনিষ্ঠ যাবতীয় বিষয়ের সমাধান উপস্থাপন করেছে। প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা মানুষের জীবনচক্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রবীণদের অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে আল-কুরআনে ও হাদীসে সুবিস্তৃত নির্দেশনা রয়েছে, যাতে জীবনের এ ক্রান্তিকালে প্রবীণদের অযাচিত অবহেলার শিকার হতে না হয়। কারণ, আমাদের সমাজে প্রবীণগণ নানাভাবে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। সঙ্গত কারণে একজন প্রবীণ তার ব্যস্তময় কর্মজীবনের অবসর অথবা শারীরিক দুর্বলতার কারণে যখন গৃহে অবস্থান করেন তখন সন্তান-সন্ততি ও স্বজনদের নিকট সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। পাশাপাশি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ উত্তরাধিকারীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাওয়ায়, তা থেকে নিজের জন্য ইচ্ছামত স্বাধীনভাবে ব্যয় করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। এ কারণে ইসলাম কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে দান-সাদাকাহ্ ও উপহার ব্যতীত সমুদয় সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের নিকট সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করার বিষয়টি কোনক্রমেই অনুমোদন করেনি। এজন্য ইসলামী শরীআহ্ আইনে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই মূলত উত্তরাধিকারীদের মিরাছ বন্টনের নির্দেশ প্রদান করেছে, যাতে প্রবীণগণকে মৃত্যু পর্যন্ত কারো গলগ্রহ হতে না হয়। এ জন্য

ইসলামে প্রবীণদের জন্য তার পবিরারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও ধর্মে অতুলনীয় মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়সমূহ ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য গবেষণা প্রবন্ধে প্রবীণের পরিচিতি, বয়সসীমা, মর্যাদা, অধিকারসমূহ ইসলামী শরীআহ্‌র আলোকে উপস্থাপন করা হবে। পাশাপাশি সম্পূরকভাবে গবেষণার কার্যক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রবীণের অধিকার সুরক্ষায় 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩' ও জাতীয় নিরাপত্তাবেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির আলোকে প্রবীণের অধিকার ও মর্যাদা প্রাসঙ্গিক প্রামাণ্য আলোচনা উপস্থাপন করা হবে।

২. প্রবীণ-এর পরিচিতি

২.১. প্রবীণ-এর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবীণ শব্দটির প্রতিশব্দ হল :

১. প্রবীণ বলে বৃদ্ধ, যথেষ্ট বয়স্ক, বিজ্ঞ, জ্ঞানী, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ, নিপুণ, দক্ষ ও কুশলীদেরকে বোঝানো হয়েছে (Sharif & others, 1999, 367)।

২. বৃদ্ধ বলতে, একই অভিধানে বুড়া, প্রবীণ, বুদ্ধিপ্রাপ্ত, বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রাচীন, মুরুব্বি, বহু বছরের অভিজ্ঞদেরকে বোঝানো হয়েছে (Ibid, 418)।

৩. Elderly, old, aged, wise, experienced, judicious, and skillful (Ali, BBED, 2001, 467).

৪. The last period of human life, now often considered to be the years after 65 (Dictionary of Thesaurus, 2016)।

২.২. প্রবীণ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা

প্রবীণ-এর কয়েকটি প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

১. বার্ধক্য মানুষের জীবনে একটা স্বাভাবিক পরিণতি। বার্ধক্যের সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে শারীরিক, মানসিক, আচরণগত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক বিবেচনায় জরা বিজ্ঞানীরা মূলত বয়সের মাপকাঠিতে বার্ধক্যকে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশসমূহে ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বছর বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসাবে বিবেচনা করা হলেও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এবং জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশে ৬০ (ষাট) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদেরকে প্রবীণ বলে অভিহিত করা হয়। জাতিসংঘ ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশের ৬০ (ষাট) বছর এবং তদূর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিগণ প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃত হবেন (National Policy on Older Persons 2013, Bangladesh Gegete, Otiricto, February 11, 2014, 5383)।

২. বাংলাদেশ প্রবীণ হিতৈষী সংঘের বিবেচনায় ৫৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সীদের বলা হয় প্রবীণ (Nath & Karim 2005, 162)।

দারিদ্র্য, ক্রয় ক্ষমতার অভাব, অপুষ্টি, ক্ষুধা, অসুস্থতা, সেবা পরিচর্যা ও নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদির কারণে গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের জীবনে পঞ্চাশের দিকে বার্ধক্য নেমে আসে (Rahman 1999, 14)। আমরা সহজভাবে বুঝি বার্ধক্য

হলো জন্ম-মৃত্যুর অর্ন্তবর্তী জীবনচক্রের এক প্রান্তিক পর্যায় যা অনিবার্য ও অপ্রতিরোধ্য। এ নিয়ে যত গবেষণা হয়েছে তার মধ্যে দুটো বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

১। বার্ধক্যের কারণ হিসেবে সময় ও পরিবেশ

২। জীবকোষ বা দেহ যন্ত্রের পরিবর্তন, যা পূর্বনির্ধারিত।

সুতরাং প্রবীণ হল, সমাজের জ্যেষ্ঠ মানুষ যাদের বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল বয়স্ক মানুষই প্রবীণের সংজ্ঞায় পরিচিত হবেন।

২.৩. প্রবীণের বয়সসীমা

আল-কুরআনে প্রবীণদের যথাযথ নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রবীণ তো তারাই যারা বৃদ্ধ, বয়স বেশি হওয়ার কারণে মানসিক ও শারীরিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, ফলে নিজের দেখাশুনা ও পরিচর্যা নিজে করতে অক্ষম। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে প্রবীণদের পরিচয় দিয়েছেন,

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের জীবন হরণ করেন। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ (এমনও হবে, সে) বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম স্তরে পৌঁছে যাবে, ফলে (কৈশোর ও যৌবনে) কোনো বিষয় জানার পর সে (পুনরায়) অজ্ঞ হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান (Al-Qurān, 16: 70)।

উপযুক্ত আয়াতে أَرْذَلِ الْعُمُرِ বলতে তাফসীরে কয়েকটি ভাষ্য এসেছে,

ক. কোন কোন মুফাসসিরের অভিমত: إِنَّهُ يَصِيرُ كَذَلِكَ فِي خَمْسٍ وَسَبْعِينَ سَنَةً 'নিশ্চয়ই সে ঐরূপ (বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম) স্তরে পৌঁছায় পঁচাত্তর বছর বয়সে (Ibn Jarīr 1997, 17/251)।

খ. আসাদ ইব্‌ন 'ইমরান সা'দ ইবনে তরীফ থেকে, তিনি আসবাগ ইব্‌ন নাবাতা থেকে তিনি আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তাআলার বাণী ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ﴾ 'তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতম স্তর পর্যন্ত' প্রসঙ্গে বলেন, خمسٌ وسبعون سنة 'পঁচাত্তর বছর বয়স (Ibid.)।

গ. ইবন জারীর আলী (রা.) থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তাআলার বাণী أَرْذَلِ الْعُمُرِ 'বয়সের দুর্বলতম স্তর' প্রসঙ্গে বলেন, خمسٌ وسبعون سنة 'পঁচাত্তর বছর বয়স (Al-Ālūsī, 1415H, 10/234)।

ঘ. কাতাদা (র.) আল্লাহ্ তাআলার বাণী أَرْذَلِ الْعُمُرِ 'বয়সের দুর্বলতম স্তর' প্রসঙ্গে বলেন, أنه تسعون 'নিশ্চয়ই সেটি নব্বই বছর (Ibid.)।

ঙ. কোন কোন মুফাসসির আল্লাহ্ তাআলার বাণী أَرْذَلِ الْعُمُرِ 'বয়সের দুর্বলতম স্তর' প্রসঙ্গে বলেন, خمس وتسعون 'পঁচানব্বই বছর (Ibid.)।

উম্মাতে মুহাম্মাদীর গড় আয়ু প্রসঙ্গে রাসুল ﷺ বলেছেন, عُمُرُ أُمَّتِي مِنْ سِتِّينَ سَنَةً إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً 'আমার উম্মতের গড় বয়স (৬০-৭০) ষাট হতে সত্তর বছর হবে (Al-Tirmīdhī 1998, 2331)।

সুতরাং উম্মাতে মুহাম্মদীর গড় আয়ু অনুপাতে প্রবীণের উপর্যুক্ত বর্ণনা অনুযায়ী বয়সসীমা ষাট হতে পঁচাত্তর বছর সবগুলোই যুক্তিসংগত। কারণ বয়সের সঙ্গে সবার শারীরিক ও মানসিক শক্তি ও সক্ষমতা সমান থাকে না। ইমাম আলুসী (র.)-এর অভিমত (Al-Ālūsī, 1415H, 10/234) এমনই।

২.৪. প্রবীণের মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলি

প্রবীণের বৈশিষ্ট্যাবলি প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত, لِكَيْ لاَ يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا 'ফলে (কৈশোর ও যৌবনে) কোনো বিষয় জানার পর সে (পুনরায়) অজ্ঞ হয়ে যাবে।' (Al-Qurān, 16: 70)-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর আত-তাবারী বলেন,

> إِنَّمَا نَرُدُّهُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِيَعُودَ جَاهِلًا كَمَا كَانَ فِي حَالِ طُفُولَتِهِ وَصِبَاهُ {بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا} [النحل: ٧٠] لِئَلَّا يَعْلَمَ شَيْئًا بَعْدَ عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ فِي شَبَابِهِ، فَذَهَبَ ذَلِكَ بِالْكِبَرِ وَنَسِيَ، فَلَا يَعْلَمُ مِنْهُ شَيْئًا، وَانْسَلَخَ مِنْ عَقْلِهِ، فَصَارَ مِنْ بَعْدِ عَقْلٍ كَانَ لَهُ لَا يَعْقِلُ شَيْئًا.
>
> নিশ্চয়ই আমি তাকে পৌঁছে দিই বয়সের এমন দুর্বলতম পর্যায়ে, যেন সে জাহিল (অজ্ঞ) হয়ে যায়, যেমন সে শিশুকালে ও বাল্যকালে ছিল। তার জ্ঞান প্রদান করার পরেও। তিনি বলেন, সে কোন কিছুই জ্ঞান রাখে না, জ্ঞান অর্জন করার পরেও। সে যে জ্ঞান তার যৌবনে অর্জন করেছিল। বার্ধক্যের কারণে তা চলে গেছে এবং সে ভুলে গেছে, যেন সে কোন কিছুই জানে না এবং তার জ্ঞান ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অতঃপর জ্ঞান অর্জন করার পরেও তার আর কোন জ্ঞান থাকে না। (Ibn Jarīr 1997, 17/251)।

এখানে প্রবীণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য প্রণিধানযোগ্য। তা হল:

১. প্রবীণ পৌঁছে যায় অকর্মণ্য অবস্থায়।
২. সে জাহিল (অজ্ঞ) হয়ে যায়।
৩. সে শিশুকাল ও বাল্যকালের মত স্বভাবের মত হয়ে যায়।
৪. তাঁর যৌবনে অর্জিত জ্ঞান আর থাকে না।
৫. তার জ্ঞান তুলে নেয়া হয়।
৬. শুধু বার্ধক্যের কারণে তার জ্ঞান থাকে না।

২.৫. মানুষের জীবনচক্র ও প্রবীণত্ব

মানুষের জীবনচক্র একটি প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম। একজন পূর্ণজীবনপ্রাপ্ত ব্যক্তি জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নবজাতক, শিশু, বালক, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বা প্রবীণ অবস্থা পৌঁছায়। জীবন সকল ধাপ পেরিয়ে বার্ধক্যের স্তরে পৌঁছে পুনরায় শিশুর মত সার্বিক দিক দিয়ে দুর্বল অবস্থা হয়ে যায়। আল-কুরআনের অন্যত্র বার্ধক্যের একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে মানুষের জীবনে প্রবীণ বয়সের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে,

> ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ﴾
>
> তিনি আল্লাহ যিনি দুর্বল অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন, অতপর দুর্বলতার পর শক্তিদান করেন, অতপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান (Al-Qurān, 30: 54)।

২.৬. বার্ধক্য মানুষের জীবনের অপ্রতিরোধ্য পরিণতি

মানবজীবনে বার্ধক্য এমন একটি পর্যায়, যা প্রতিরোধ করার কোনো শক্তি বা সামর্থ্য কারো নেই। বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও তা প্রতিরোধ করার সামর্থ্য অর্জন করেনি। যে যতো দীর্ঘজীবী হবে সে ততোই তার চলৎশক্তি, কর্মশক্তি, স্মৃতি ও শারীরিক শক্তি হারাতে থাকবে। মূলত বার্ধক্যের কোনো প্রতিষেধক নেই। এ প্রসঙ্গে উসামা ইবন শারীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

> أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَأَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُوسِهِمُ الطَّيْرُ فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَعَدْتُ فَجَاءَ الأَعْرَابُ مِنْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَتَدَاوَى فَقَالَ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ.
>
> একদা আমি নবী ﷺ-এর নিকট এমন সময় আসি, যখন তার সাহাবীগণ তাঁর চারপাশে এমনভাবে বসে ছিল, যেন তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে (অর্থাৎ শান্তভাবে)। এরপর আমি সালাম করি এবং বসে পড়ি। এ সময় আরবের অন্যান্য লোকেরা এদিক-সেদিক থেকে সেখানে সমবেত হয় এবং তারা বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা কি চিকিৎসা করাবো? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তোমরা রোগের চিকিৎসা করাবে। কেননা আল্লাহ্ তাআলা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি, যার চিকিৎসার জন্য ঔষধের ব্যবস্থা রাখেননি। তবে বার্ধক্য এমন একটি রোগ যার কোনো চিকিৎসা নেই (Abū Dāwūd N.D, 3857)।

বার্ধক্যে পৌঁছে মানুষ ন্যুব্জ হয়ে যায়।দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যেন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফলে সে শিশুর মত অবুঝ, অক্ষম ও অসংলগ্ন হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ 'আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান করি তার দৈহিক কাঠামো সংকুচিত করে দেই। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না? (Al-Qurān, 36:68)

৩. অধিকার-এর সংজ্ঞা

৩.১. অধিকার-এর আভিধানিক দৃষ্টিকোণ

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকার হল–

১. ইংরেজি Right শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হলো অধিকার, যার শব্দগত অর্থ সত্য, ন্যায়গত, সঠিক বা সর্বসাধারণের প্রাপ্যতা (Siddiqui, BEBD, 2011, 656)। সুতরাং অধিকার বলতে ন্যায়সঙ্গতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করার স্বাধীনতাকেই বুঝতে হবে।

২. আবার অধিকার শব্দটির অর্থ করা হয়েছে স্বত্ব, আধিপত্য, দাবি, দাবিদার (Biswas 1995, 15)।

৩. Rights are the Obligations of Society to each of its members অর্থাৎ অধিকার হলো প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সমাজ প্রদত্ত নৈতিক বাধ্যবাধকতা (Social Work Dictionary, 1995)।

৩.২. অধিকার-এর পারিভাষিক দৃষ্টিকোণ

১. অধিকার হলো প্রত্যেক সদস্যের প্রতি সমাজ প্রদত্ত নৈতিক বাধ্যবাধকতা (Dr. Rashid & Dr. Khalil, 16)। অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন, অধিকার হলো সমাজ জীবনের সেইসব অবস্থা, যা ব্যতীত মানুষ আপন ব্যক্তিত্বকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধিই করতে পারে না (Sharma & Sharma 2007, 177)।

২. আইনের ভাষায় অধিকার হলো একটি স্বার্থ বা সংবিধান যা সাধারণ আইন দ্বারা সৃষ্ট ও বলবৎযোগ্য হয়। অধিকার সম্পর্কে পি. জে. ফিটজেরাল্ড বলেন, 'অধিকার হলো মূলত কিছু স্বার্থ (Interest) যেগুলো অধিকারের নৈতিক বা আইনগত নিয়ম নীতি দ্বারা সংরক্ষিত হয়। স্বার্থ হলো মানুষের কিছু সুবিধাজনক অবস্থা যার প্রেক্ষিতে অন্যদের কোনো কর্তব্য নেই। কিন্তু যখন এই সুবিধাজনক অবস্থার প্রেক্ষিতে অন্যদের কর্তব্য থাকে তখন তাকে অধিকার বলা হয় (Fitzgerald 1996, 217)।

৩. আইনগত অধিকার বলতে সে সুবিধা বা স্বার্থকে বোঝায় যা আইনের নীতিসমূহ দ্বারা মানুষের জন্য নিশ্চিত করা হয়, যেমন আমাদের রাষ্ট্রীয় আইনে আমাদের কথা বলার, চলাফেরা করার, চুক্তি করার এ রকম বহু অধিকার স্বীকৃত ও সংরক্ষিত আছে। আইনগত এসব অধিকার আইনগতভাবে স্বীকার করে নেয়া উচিত এবং দেশের উচ্চতর আইনে তা সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা থাকতে হবে (Patowari & Akhtaruzzaman 1993,1) ।

সুতরাং প্রত্যেক মানুষের নির্দিষ্ট কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যথাযথভাবে ভোগ করাই হলো অধিকার। এ অধিকার সমাজ, স্থান, কালভেদে ভিন্নরূপ হয়ে থাকে। কেননা, মানুষের আচার, ব্যবহার ও চালচলনের মধ্যে ভিন্নতা থাকার ফলে সাংস্কৃতিক ব্যবধান তৈরি হয়, যার মধ্য দিয়ে সমাজ, স্থান ও কালভেদে অধিকার চর্চার ভিন্নতা দেখা দেয়। সমাজে অধিকার ভোগে বৈষম্য দেখা দেয়। এ বৈষম্যের ফলে কেউ বেশি অধিকার ভোগ করে থাকে আবার কারও অধিকার লঙ্ঘন হয়ে থাকে। একের অধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার জোরে সমাজে এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, অধিকার বলতে আইন দ্বারা সীমিত একজন ব্যক্তির কোনো কিছু করার স্বাধীনতা, কোনো কিছুর অধীনে রাখা বা অন্যের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করাকে বোঝায়।

৪. ইসলামী শরীআহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবীণের অধিকার

ইসলামী শরীআহ্‌র দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবীনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য মৌলিক তিনটি পর্যায় রয়েছে। তা হল:

৪.১.১. প্রবীণের ব্যক্তিত্ব ও অধিকার সংরক্ষণ

প্রবীণের অধিকার সংরক্ষণের বিষয় ইসলামী শরীআহ্ সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে প্রবীণের নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বীয় অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে তাকে সচেতন থাকতে হবে। প্রবীণগণ তার সন্তান ও স্বজনদের নিকট থেকে নিগৃহীত ও অধিকার বঞ্চিত হবে– এ ভবিতব্য বিষয়টি বিবেচনা করে প্রবীণকে তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অর্জিত সবধরণের সম্পত্তি ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের মাঝে শরীআহ্‌বহির্ভূত পন্থায় বণ্টন করে দিয়ে নিঃস্ব না হওয়ার বিধান প্রদান করেছে। এজন্য ব্যক্তির মৃত্যুর পরেই মূলত তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টিত হবে। মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের সময়কাল ও বিধান প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

ক.

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾

পুরুষদের জন্য মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ– তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক– নির্ধারিত হারে (Al-Qurān, 4: 7)।

খ.

﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (Al-Qurān, 4: 11)।

গ.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

আর তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রীগণ যা রেখে গেছে তার অর্ধেক, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তারা যা রেখে গেছে তা থেকে তোমাদের জন্য চার ভাগের এক ভাগ। তারা যে অসিয়ত করে গেছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর স্ত্রীদের জন্য তোমরা যা রেখে গিয়েছ তা থেকে চার ভাগের একভাগ, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে তাহলে তাদের জন্য আট ভাগের এক ভাগ, তোমরা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে। তোমরা যে অসিয়ত করেছ তা পালন অথবা ঋণ পরিশোধের পর। আর যদি মা বাবা এবং সন্তান-সন্ততি নাই এমন কোন পুরুষ বা মহিলা মারা যায় এবং তার থাকে এক ভাই অথবা এক বোন, তখন তাদের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের একভাগ। আর যদি তারা এর থেকে অধিক হয় তবে তারা সবাই তিন ভাগের এক ভাগের মধ্যে সমঅংশীদার হবে, যে অসিয়ত করা হয়েছে তা পালনের পর অথবা ঋণ পরিশোধের পর। কারো কোন ক্ষতি না করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে অসিয়তস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সহনশীল (Al-Qurān, 4: 12)।

উপর্যুক্ত তিনটি আয়াতে কারীমায় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ইসলামী শরীআহ্ আইনের মূলভাষ্য বর্ণিত হয়েছে। এখানে সূরা নিসার ৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে مِمَّا تَرَكَ অর্থাৎ সে যা রেখে গেছে, ১১ নং আয়াতে বলা হয়েছে, مَا تَرَكَ অর্থাৎ যা সে রেখে গেছে এবং ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে .. مَا تَرَكَ অর্থাৎ তারা যা রেখে গেছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া বা পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছাড়া উত্তরাধিকারদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা বৈধ নয়। তেমনি ব্যক্তির জীবিত অবস্থায় সমুদয় সম্পদ ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন করে দেয়াও বৈধ নয়। কারণ এত সে নিঃস্ব হয়ে যাবে এবং তার বার্ধক্যজীবন হুমকির মুখে পড়বে। সুতরাং প্রবীণের অধিকার সুরক্ষার তার নিজেরও কিছু দায়িত্ব রয়েছে, তা হল, শরীআহ্ আইনবহির্ভূত জীবদ্দশায় সমুদয় সম্পদ সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দিয়ে নিজের বিপদ নিজে ডেকে না আনা।

৪.১.২. সন্তানদেরকে আদব শিক্ষা দেয়া

ইসলামে সন্তান সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে আদব শিক্ষা দেয়া, নিয়ন্ত্রণে রাখা ও শাসন করার প্রতি নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে 'উবাদাহ্ ইবন সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ .

'তুমি তোমার (আদব শিক্ষার) লাঠিটি তোমার পরিবার-পরিজন থেকে তুলে রেখো না, এবং তাদেরকে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ভয়প্রদর্শন করো (Al-Ḥākim 1990, 6830)। অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ভয় দেখানোর জন্য অধীনদেরকে লাঠি দিয়ে সহনশীল শাসন করার নির্দেশনা রয়েছে। যাতে পরিবারের কেউ নিয়ন্ত্রণহীন ও অবাধ্য হয়ে না যায়। আর এটা বাস্তবায়ন করতে পারলে, পরিবার থেকে কেউ প্রবীণদেরকে অবহেলা, অবজ্ঞা এমনকি বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাতে সাহস করবে না।

সুতরাং প্রবীণগণ যদি তার পরিবার-পরিজনকে সুশিক্ষা, আদব ও দায়িত্বশীলতা বোঝাতে সক্ষম হন, তবে সমাজের কোন প্রবীণ অবহেলা ও অবজ্ঞার শিকার হবে না।

৪.২.১. পারিবারিক অধিকার সংরক্ষণ

ইসলামী শরীআহ্ আইনে প্রবীণের প্রতি পারিবারিকভাবে সদাচরণ করা, সর্বোচ্চ সেবা করা ও তাদের জন্য সর্বান্তকরণে দুআ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআন ও হাদিসে বয়স্কদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান বিষয়ে বিস্তৃত নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে বয়স্কদের মধ্যে যারা পিতামাতা বা নিকট আত্মীয় তাদের প্রতি অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে বয়স্কদের অধিকার বর্ণনায় ও পিতা মাতার অধিকার প্রসঙ্গে আলোচনা করা হল:

৪.২.২. প্রবীণ মাতা-পিতার অধিকার সুরক্ষা

আল্লাহ তা'আলা প্রবীণ মাতা-পিতার সন্মান, মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষার নির্দেশ প্রদান করে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন-

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করো না এবং তোমরা মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমাদের নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তুমি তাদের প্রতি 'উহ' শব্দটি করনা। এবং তাদেরকে ধমক দিয়োনা। আর তাদের সঙ্গে কোমল ভাষায় কথা বল। তাদের প্রতি মমতা বশে নম্রতার মস্তিষ্ক অবনমিত করো এবং বলো, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি এমনভাবে দয়া করো যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়া ও প্রতিপালন করেছিলেন (Al-Qurān, 17:23-24)।

৪.২.৩ অমুসলিম পিতামাতার অধিকার সুরক্ষা

মাতা-পিতা মুশরিক হলেও তাদের সেবা যত্ন করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা,

﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

এবং মাতা-পিতা যদি তোমাকে আমার সঙ্গে এমন বিষয়কে শরীক করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই; তবে তুমি তাদের কথা মানবে না কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদেরকে জানাবো (Al-Qurān, 31:15)।

৪.২.৪. প্রবীণ মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণ

প্রবীণ মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণের জোর নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার সঙ্গে সদাচরণের জন্য নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছেন। আর তার দুধ পান করানোর সময় দুই বছর। আমি তাকে আরো নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে তোমাদের সবাইকে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে (Al-Qurān, 31:14)।

মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ এবং আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও আল্লাহর নির্দেশ। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

আর আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে অতিকষ্টে গর্ভে ধারণ করেছে এবং অতি কষ্টে তাকে প্রসব করেছে। তার গর্ভধারণ ও দুধপানে সময় লাগে ত্রিশ মাস। অবশেষে যখন সে তার শক্তির পূর্ণতায় পৌঁছে এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হয়, তখন সে বলে, 'হে আমার রব, আমাকে সামর্থ্য দাও, তুমি আমার উপর ও আমার মাতা-পিতার উপর যে নিয়ামত দান করেছ, তোমার সে নিয়ামতের যেন আমি শোকর আদায় করতে পারি এবং আমি যেন সৎকর্ম করতে পারি, যা তুমি পছন্দ কর। আর আমার জন্য তুমি আমার বংশধরদের মধ্যে সংশোধন করে দাও। নিশ্চয় আমি তোমার কাছে তাওবা করলাম এবং নিশ্চয় আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত' (Al-Qurān, 46:15)।

৪.২.৫. সন্তানের সম্পদে পিতামাতার অধিকার

ইসলামী শরীআহ্ সন্তানের সম্পদে পিতামাতার অধিকার সাব্যস্ত করে। 'আমর ইবন শু'আইব (র.) তিনি তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَجْتَاحُ مَالِي. قَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ.

এক ব্যক্তি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বললেন, أنتَ ومالُكَ لوالِدَيْكَ তুমি এবং তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন, 'তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন, সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানের উপার্জন থেকে খাও এবং খরচ কর' (Abū Dāwūd ND, 3532)।

৪.২.৬. পিতামাতর জন্য ব্যয় নির্বাহ

প্রবীণদের জন্য ব্যয় করার ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা যাবে না। তাদের চাহিদানুযায়ী সবকিছু সরবরাহ করতে হবে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে। তাদের চিকিৎসা ও ঔষধপত্রে অবহেলা ও অবজ্ঞা করা যাবে না। তাদের জন্য রুচিসম্মত খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের জন্য খরচ করার বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾

(হে নবী) তারা আপনাকে প্রশ্ন করে যে, কি জিনিস তারা দান করবে? বলুন, যে বস্তুই তোমরা দান কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-আপনজনের জন্যে, এতিম-অনাথদের জন্যে, অসহায়দের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে। আর তোমরা কোন সৎকাজ কর না কেন, নিঃসন্দেহে তা ভালোভাবেই আল্লাহর জানা রয়েছে (Al-Qurān, 2:215)।

৪.২.৭. প্রবীণকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন না করা

পরিবারের ছোট বড় সকলের দেখাশোনার দায়িত্ব প্রবীণদের। তাদের অভিজ্ঞতা ও সাহচর্য পরিবারে শান্তি, সংহতি ও স্থিতিশীলতা আনে। নবীণ প্রবীণের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা পৃথিবীতে ভারসাম্য সৃষ্টি করে। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মাঝে বলে উঠলেন,

رَغِمَ أَنْفُه ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُه ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُه قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ والداه عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهمَا فَلَمْ يَدْخُلْ الْجَنَّةَ.

তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক, তার নাক ধূলায় মলিন হোক। সাহাবীরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, সে হতভাগ্য ব্যক্তিটি কে? তিনি বললেন, যে তার মাতা-পিতা উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাদের কাছ থেকে জান্নাত আদায় করতে পারলো না, সেই হতভাগ্য ব্যক্তি (Muslim 2003, 10)।

৪.২.৮. পিতামাতার জন্য দুআ করা

পিতামাতার জন্য দুআ করা সন্তানের সর্বপ্রধান নৈতিক দায়িত্ব। পিতামাতার জন্য দুআ করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾

হে আমার রব, আমাকে সালাত কায়েমকারী বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও, হে আমাদের রব, আর আমার দোয়া কবুল করুন । হে আমাদের রব, যেদিন হিসাব কায়েম হবে, সেদিন আপনি আমাকে, আমার মাতা-পিতাকে ও মুমিনদেরকে ক্ষমা করে দিন (Al-Qurān, 14:40-41)।

সুতরাং আল-কুরআন ও আল-হাদীসে পারিবারিকভাবে প্রবীণদের যথার্থ অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কাজেই পরিবারের সমূহ সম্পদের মূল মালিক প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অবহেলা করা, গলগ্রহ মনে করা বা বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

৪.৩. সামাজিক অধিকার সংরক্ষণ

ইসলামে প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। সমাজের বয়স্ক প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে বয়সে ছোটদেরকে সম্মান প্রদর্শনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা প্রসঙ্গে আনাস ইবন মালিক (রা.) বলেন,

جَاءَ شَيْخٌ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَأَ القَوْمُ عَنْهُ أَنْ يُوَسِّعُوا لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا .

একজন প্রবীণ লোক রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে, লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে বিলম্ব করে। তা দেখে তিনি বললেন, যে লোক আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং আমাদের প্রবীণদের শ্রদ্ধা করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (Al-Tirmīdhī 1998, 1919)।

ইসলাম ঘোষণা করেছে সমাজে প্রবীণদের মধ্যে কল্যাণ ও বরকত সুরক্ষিত। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবীণদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে হাদীসে এসেছে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী কারীম ﷺ বলেন, اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ ‘প্রবীণদের সঙ্গেই রয়েছে তোমাদের জন্য কল্যাণ ও বরকত’ (Al-Ḥākim 1990, 210)।

সমাজে সৎকর্মশীল প্রবীণদেরকে মানুষের মধ্যে উত্তম মানুষ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। আবদুর রাহমান ইব্ন আবু বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন,

أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ، قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ، قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرٌّ؟ قَالَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ.

এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং সুন্দর আমল করেছে। সে আবার প্রশ্ন করল, মানুষের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে দীর্ঘ জীবন পেয়েছে এবং তার কর্মকাণ্ড খারাপ হয়েছে (Al-Tirmīdhī 1998, 2330)।

একজন বয়স্ক/প্রবীণ লোক রাসুল ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করতে আসলে লোকেরা তার জন্য পথ ছাড়তে দেরি করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টি অবগত হয়ে বললেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَقِّرْ كَبِيرَنَا.

যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয় (Al-Tirmīdhī 1998, 2330; Abū Dāwūd ND, 4859)

এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, বয়স্কদের (প্রবীণদের) সম্মান ও মর্যাদা সুরক্ষায় মহানবী ﷺ কতটা যত্নবান ছিলেন। সুতরাং ইসলাম সামাজিকভাবে প্রবীণজনগোষ্ঠীকে মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে।

৪.৪. রাষ্ট্রীয় অধিকার সংরক্ষণ

ইসলামী শরীআহ্ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে বনী আদমকে সম্মানিত করেই সৃষ্টি করছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর ঘোষণা,

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً﴾

আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং তাদেরকে স্থলভাগে ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য বাহন দিয়েছি। আর আমি তাদেরকে পবিত্র খাবার দান করেছি এবং তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি। তাদের অনেকের উপর কাউকে কাউকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি (Al-Qurān, 17:70)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা যায়, আল্লাহ্ তাআলা সকল সৃষ্টির উপর মানুষকে মর্যাদা প্রদান করেছেন। আর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত মানুষের মধ্যে প্রবীণদের অধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামে প্রবীণদের রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদা ও তাদের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রসঙ্গে ‘আমর ইবন শু‘আইব (র.) তিনি তার পিতা ও দাদারসূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا

যে ব্যক্তি আমাদের প্রবীণদের মর্যাদা ও অধিকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (Al-Tirmīdhī 1998, 1920)।

রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের সহযোগিতা করা প্রসঙ্গে আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

তোমরা অক্ষম অসহায়দের খোঁজ করে আমার নিকট উপস্থিত করো (আমি তাদেরকে সাহায্য করবো)। জেনে রেখো, নিশ্চয়ই তোমাদের অক্ষম ও অসহায়দের উসিলায়ই তোমরা রিযিক ও সাহায্য পেয়ে থাকো (Abū Dāwūd ND, 4859 2596)।

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, বিশ্বনবী মুহাম্মাদ ﷺ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের যথার্থ মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

৪.৫. ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণ

৪.৫.১. বয়স্কদের অধিক সম্মান প্রদান

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রবীণদেরকে আল্লাহ্ তাআলা সম্মানিত করেছেন। হাদীসে এসেছে, আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

الْمَوْلُودُ حَتَّى يَبْلُغَ الْحِنْثَ مَا عَمِلَ مِنْ حَسَنَةٍ كُتِبَتْ لِوَالِدِهِ - أَوْ لِوَالِدَيْهِ - وَمَا عَمِلَ مِنْ سَيِّئَةٍ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى وَالِدَيْهِ، فَإِذَا بَلَغَ الْحِنْثَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ، أُمِرَ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ مَعَهُ أَنْ يَحْفَظَا، وَأَنْ يُشَدِّدَا، فَإِذَا بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً فِي الْإِسْلَامِ أَمَّنَهُ اللَّهُ مِنَ الْبَلَايَا الثَّلَاثَةِ: الْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَالْبَرَصِ، فَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ خَفَّفَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِهِ، فَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، فَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، فَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَاتِهِ، وَتَجَاوَزَ عَنْ سَيِّئَاتِهِ، فَإِذَا بَلَغَ التِّسْعِينَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَشَفَّعَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، وَكَانَ أَسِيرَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، فَإِذَا بَلَغَ أَرْذَلَ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي صِحَّتِهِ مِنَ الْخَيْرِ، فَإِذَا عَمِلَ سَيِّئَةً لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ.

একজন মুমিন বান্দা যখন ৫০ বছরে উপনীত হন তখন আল্লাহ তাআলা তার হিসাব-নিকাশ সহজ করে দেন। যখন তিনি ৬০ বছরে উপনীত হন তখন আল্লাহ তাআলা তাকে আল্লাহভীরুতা দান করেন। যখন তিনি সত্তর বছরে পৌঁছেন তখন আসমানের অধিবাসীরা অর্থাৎ ফেরেশতারা তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। যখন ৮০ বছরে পা দেন, আল্লাহ তায়ালা তখন তার ভালো কাজগুলোকে সুবিন্যস্ত করে দেন এবং তার খারাপ কাজগুলোকে বিলীন করে দেন। আর যখন ৯০ বছরে উপনীত হন, তখন আল্লাহ তায়ালা তার আগে ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দেন এবং তার পরিবারের জন্য সুপারিশ করার অধিকার প্রদান করেন আর আসমানে তার নামের সঙ্গে লেখা থাকে- এ বান্দা পৃথিবীতে আল্লাহর জন্য আবদ্ধ। আর যখন সে পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু সে জানতো সে সম্পর্কে তার জ্ঞান থাকে না, আল্লাহ তাআলা তার জন্য এরূপ নেক আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করেন, যেগুলো সে তার সুস্থ অবস্থায় সম্পাদন করতো। আর যদি সে কোনো বদকর্ম করে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না (Al-Haytamī 1994, 17555)।

৪.৫.২. সাদা চুল বিশিষ্ট প্রবীণদের মর্যাদা

সাদা চুল ওয়ালা প্রবীণ মুসলিমের বিশেষ মর্যাদা প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে, আমর ইবন শু'আইব (র.) তিনি তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ هُوَ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ مَا شَابَ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ شَيْبَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةٌ وَكُتِبَتْ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ.

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সাদা চুল তুলে ফেলতে নিষেধ করেছেন, কারণ এটা মুমিনের নূর। তিনি আরো বলেন, ইসলামে কেউ যদি সাদা চুল বিশিষ্ট হয়, আল্লাহ তার একটি

মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, একটি পাপ মোচন করে দেন এবং একটি সাওয়াব লিখে দেন (Abū Dāwūd ND, 4859 4202)।

কিয়ামতের ময়দানে সাদা চুল বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা অন্যদের তুলনায় আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি হবে। আল্লাহ তাআলা সেদিন সাদা চুল বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিকে তাঁর জীবনের কৃত অপরাধসমূহ নিজ অনুগ্রহে ক্ষমা করে দেবেন। সাদা চুল বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা প্রসঙ্গে শুরাহবীল ইবনে সিমত কা'ব ইব্ন মুররাহ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন,

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ القِيَامَةِ.

সাদা চুল কিয়ামতের দিন প্রবীণ মুসলিম ব্যক্তির জন্য নূর বা আলো হবে' (Al-Tirmīdhī 1998, 1634; Al-Ḥākim 1990, 4371)।

শুভ্রচুল বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সম্মান করা হলে আল্লাহকে সম্মান করা হয়। আবু মুসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ.

আল্লাহ তাআলার একটি মহানুভবতা হলো, সাদা চুলধারী মুসলিম এবং এমন কুরআনের হাফিযের প্রতি সম্মান প্রদর্শনা করা, যে তার মধ্যে কোনরূপ কমবেশি করে না, আর ন্যায়পরায়ণ বাদশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা (Abū Dāwūd ND, 4843)।

৪.৫.৩. দীর্ঘ জীবন সুন্দর আমলের রক্ষাকবচ

আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন,

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ خَيْرُ الرِّجَالِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ طَالَ عُمْرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ"

দু-জন গ্রাম্য লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলো, তাদের একজন জিজ্ঞেস করলো, হে মুহাম্মদ, উত্তম ব্যক্তি কে? নবী করিম সা. বললেন, যে- লোক দীর্ঘায়ু লাভ করে এবং উত্তম আমল করে (Aḥmad 2001, 17680)।

৪.৫.৪ সালাত আদায়ে প্রবীণের বিশেষ সুবিধা

অক্ষম প্রবীণ/বয়স্ক ব্যক্তি অনেক সময় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে সুবিধাজনকভাবে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান করেছে ইসলাম। ইমরান বিন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি অর্শ্ব রোগে ভুছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন,

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো, যদি অক্ষম হও তবে বসে পড়, যদি তাতেও অক্ষম হও তবে শুয়ে শুয়ে পড় (Al-Bukhārī 1987, 1117)।

বয়স্ক ব্যক্তির সালাত অবস্থায় পশু ছুটে যাওয়ার ঘটনা : আযরাক ইবনু কায়স (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আহওয়ায শহরে হারুরী (খারিজী) সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলাম। যখন আমরা নহরের তীরে ছিলাম তখন সেখানে এক ব্যক্তি এসে নামায আদায় করতে লাগল আর তার বাহনের লাগাম তার হাতে রয়েছে। বাহনটি (ছুটে যাওয়ার জন্য) টানাটানি করতে লাগল, তিনিও তার অনুসরণ করতে লাগলেন। রাবী শু'বা বলেন, তিনি ছিলেন আবু বারযাহ আসলামী (রা.)। এ অবস্থা দেখে এক খারিজী বলে উঠলো, ইয়া আল্লাহ! এ বৃদ্ধকে কিছু করুন। বৃদ্ধ সালাত শেষ করে বললেন, আমি তোমাদের কথা শুনেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছয়, সাত কিংবা আট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমি তাঁর সহজীকরণ লক্ষ্য করেছি (Al-Bukhārī 1987, 1211)।[১]

প্রবীণদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামকে সালাত সংক্ষিপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাদের অধিকার ও সম্মান সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪.৫.৫. ইমামতিতে প্রবীণদের অগ্রাধিকার

ইসলামী শরীআহর আলোকে সালাতে প্রবীণগণ ইমামতি করবেন। এ প্রসঙ্গে মালিক ইবন হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদল যুবক একবার নবী কারীম ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম এবং প্রায় বিশ দিন আমরা সেখানে থাকলাম। নবী ﷺ ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু। তাই তিনি আমাদের বললেন,

لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى بِلاَدِكُمْ، فَعَلَّمْتُمُوهُمْ مُرُوهُمْ، فَلْيُصَلُّوا صَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلاَةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ «

তোমরা যখন নিজ দেশে ফিরে গিয়ে লোকদের দীন শিক্ষা দেবে, তখন তাদের এ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে এবং ঐ সময়ে অমুক সালাত আদায় করতে বলবে। তারপর যখন সালাতের সময় হয় তখন তোমাদের একজন আযান দেবে এবং তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ইমামতি করবে (Al-Bukhārī 1987, 685)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইমামতিতে প্রবীণদের অগ্রাধিকার দিতেন। আবু মাসঊদ আল-আনসারি (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ (سِلْمًا قَالَ الأَشَجُّ فِي رِوَايَتِهِ مَكَانَ سِلْمًا) سِنًّا.

১. حَدَّثَنَا الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: كُنَّا بِالأَهْوَازِ نُقَاتِلُ الحَرُورِيَّةَ، فَبَيْنَا أَنَا عَلَى جُرُفِ نَهَرٍ إِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، وَإِذَا لِجَامُ دَابَّتِهِ بِيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تُنَازِعُهُ وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا - قَالَ شُعْبَةُ: هُوَأَبُو بَرْزَةَ الأَسْلَمِيُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنَ الخَوَارِجِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بِهَذَا الشَّيْخِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الشَّيْخُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ قَوْلَكُمْ «وَإِنِّي §غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ - أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ - وَثَمَانِيَ وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ»،

ইমামতিতে অগ্রাধিকার পাবেন সে ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে কুরআনের জ্ঞানে বেশী জ্ঞানী এবং যার তিলাওয়াত সুন্দর। এ ব্যাপারে সবাই সমান হলে হিজরতে অগ্রগামী ব্যক্তি ইমামতি করবেন। হিজরতে সবাই সমান হলে প্রবীণ ব্যক্তি ইমামতি করবেন। (Muslim 2003, 290)।

৪.৫.৬. সাওম পালনের ক্ষেত্রে প্রবীণদের বিশেষ ছাড়

প্রবীণ (অতিবৃদ্ধ) ব্যক্তি সাওম পালনে অক্ষম হলে তার অধিকার সুরক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রতিদিনের সাওমের বিনিময়ে একজন করে মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোর আদেশ দিয়েছেন। এর ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- সিয়াম পালনে অক্ষম বৃদ্ধ-বৃদ্ধার প্রত্যেক দিনের (প্রতিটি সিয়ামের) পরিবর্তে একজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়ানোর বিধান সংবলিত উক্ত আয়াতটি রহিত হয়নি (Al-Bukhārī 1987, 4505)।

৪.৫.৭. পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট রেখে যুদ্ধে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা

আবদুল্লাহ্ ইবন আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি হিজরত করে (আপনার সঙ্গে যুদ্ধে গমনের জন্য) আপনার হাতে বায়'আত করতে এসেছি। কিন্তু আমার মাতা-পিতা নারাজ বিধায় কাঁদছেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও। যেভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ সেভাবে তাঁদেরকে হাসিয়ে তোল (Abū Dāwūd ND, 2520)।

ইসলামে মাতা-পিতার সেবা-যত্ন ও তাদের সঙ্গে সদাচরণের গুরুত্ব এত বেশী যে, জিহাদ ফরজে কেফায়া স্তরে থাকা পর্যন্ত মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জিহাদে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। এ সম্পর্কে বিশ্বনবী ﷺ থেকে হাদিস বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاكَ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে বললেন–আমি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে চাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা-পিতা কি জীবিত আছেন? লোকটি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন– তাহলে তুমি তোমার মাতা-পিতার সেবায় আত্মনিয়োগ কর (Al-Bukhārī 1987, 2842)।

৪.৫.৮. প্রবীণ ব্যক্তি শহীদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে

দীর্ঘজীবন লাভ করে বেশী ইবাদতে মশগুল থেকে শহীদের চেয়েও অগ্রগামী হওয়া যায় এবং শহীদের পূর্বে জান্নাতে প্রবেশের ঘটনা জানা যায়। তালহা বিন ওবায়দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'জন মুসলমানের মধ্যে একজন শহীদ হলো এবং অপরজন একবছর পরে মারা গেল। তালহা (রা.) স্বপ্নে দেখলেন পরে মারা যাওয়া লোকটি শহীদের আগে জান্নাতে চলে গেল। তারা অবাক হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিষয়টি বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, অপর লোকটি কি তারপর

একবছর বেঁচে থাকেনি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এও বলেন, সে লোকটি একটি রামাদান মাস পেয়েছে, সাওম পালন করেছে এবং একবছর যাবত এত এত সালাত কি আদায় করেনি? সাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আসমান-যমীনের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে তাদের দু'জনের মধ্যে তার চেয়েও অধিক ব্যবধান রয়েছে (Abū Dāwūd ND, 2516)।

৪.৬. মৌলিক মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ

ইসলাম প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মৌলিক মানবীয় অধিকার সংরক্ষণ করেছে। বয়স্ক নাগরিক হিসেবে সর্বক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাও সমৃদ্ধ, তাই মৌলিক মানবীয় সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাদের অধিকার সর্বাগ্রে। নিম্নে মৌলিক কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল:

৪.৬.১. প্রবীণদের জন্য চিকিৎসা সেবা সুরক্ষিত

সাধারণত প্রবীণদের অসুস্থতার ক্ষেত্রে সন্তান ও আত্মীয়-স্বজন চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। যদি কারো সন্তান কিংবা আত্মীয়-স্বজন না থাকে তবে এলাকার সমাজপতি, জনপ্রতিনিধি কিংবা বিত্তশালী ব্যক্তি তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তবে বার্ধক্যের কোন ঔষধ নেই। যেমন ওসামা বিন শারীক (রা.) বলেন,

> قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحد قالوا يا رسول الله وما هو ؟ قال الهرم
>
> বেদুঈনরা বলেছিল, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ আমরা কি চিকিৎসা গ্রহণ করব না? জবাবে আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন- অবশ্যই হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করবে। কারণ আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নাই, যার চিকিৎসা ও ঔষধ তৈরি করেননি। তবে একটি রোগ ব্যতীত। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ সেটি কোনটি? উত্তরে তিনি বললেন–'বার্ধক্য' (Al-Tirmidi, ibid, 2038)।

কিন্তু তাই বলে প্রবীণদের বিনা চিকিৎসায় অবহেলায় ফেলে রাখা যাবে না। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি,পরিবার ও সমাজ ব্যর্থ হলে রাষ্ট্র দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

৪.৬.২. রাসুল ﷺ এর নিকট বসার ক্ষেত্রে প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষিত

রাসুল ﷺ এর কাছে বসা কিংবা দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনি প্রবীণদের অগ্রাধিকার দিতেন, তাদের অবস্থান সুরক্ষার বিষয়ে তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমাদের মধ্যকার প্রবীণ ও জ্ঞানী লোকেরা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায় কিংবা বসে, তারপর যারা তাদের কাছাকাছি তারা যেন দাঁড়ায় কিংবা বসে (Muslim 2003, 432)।

৪.৬.৩. প্রবীণকে কথা বলার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করা

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কোন বিষয়ে আলোচনা শুরু হলে তিনি বয়স্ক/প্রবীণ ব্যক্তিদের আগে বলার জন্য অনুমতি দিতেন। এ সম্পর্কে হাদিসে এসেছে, নবী ﷺ বলেন, প্রবীণকে আগে বলতে দাও, প্রবীণকে আগে বলতে দাও (Al-Bukhārī 1987, 2949)।

৪.৬.৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রবীণদের মতামত গ্রহণ করা

প্রবীণদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে তারা মনে মনে খুশী থাকেন ও তাদের মনের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। খুশী থাকার ফলে একদিকে যেমন সামাজিক স্থিতিশীলতা তৈরি হয়, অন্যদিকে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে কাজটি অতিশয় সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়। ইসলামের সর্বজনীন নীতি প্রবীণদের কখনো দূরে ঠেলে দেয় না বরং তাদের সকল ধরনের অধিকার সুরক্ষার বিষয়ে নিবিড় ভাবে কাজ করেছে। প্রবীণদের সঙ্গে পরামর্শ কিংবা আলোচনার সময় শান্তশিষ্টভাবে কথা বলতে হবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

> وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ
>
> তুমি সংযতভাবে চলাফেরা কর এবং নিজের কণ্ঠস্বর নিচু রাখো। নিশ্চয়ই স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাধিক অপছন্দনীয় (Al-Qurān, 31:19)।

সুতরাং ইসলাম প্রবীণদেরকে উপর্যুক্ত মৌলিক মানবীয় অধিকারসমূহ প্রদান করে সম্মানিত করেছে।

৫. প্রচলিত আইনে প্রবীণের অধিকার

৫.১. বাংলাদেশ সংবিধান

বাংলাদেশের সংবিধানে সরাসরিভাবে প্রবীণদের বিষয়টি উল্লেখ না থাকলেও দেশের সকল অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণিকে সহায়তা প্রদানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। নিম্নোক্ত ১৫নং অনুচ্ছেদটি এ নিশ্চয়তা বিধানের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত:

অনুচ্ছেদ: ১৫

রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসংগত মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসংগত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার;

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃ-পিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার (Bangladesh Gegete 2014)।

৫.২. জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্মসূচি-২, দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে দেশের প্রবীণদের অধিকার সমুন্নত রাখা এবং

তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সার্বিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সরকার "জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা, ২০১৩" অনুমোদন করেছেন (NPOP 2013, Bangladesh Gagette 2014)।

৫.৩. বাংলাদেশে বর্তমান প্রবীণদের অবস্থা

৫.৩.১. জনসংখ্যার পরিসংখ্যানে প্রবীনের হার

বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ উন্নয়নশীল দেশ। বিগত কয়েক দশকের মধ্যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জীবনমান আশাতীতভাবে উন্নয়নের ফলে প্রবীণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ১৫ কোটি (২০১১ এর আদম শুমারী অনুযায়ী) লোক ১,৪৪,০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বসবাস করছে। গত কয়েক দশক যাবৎ বাংলাদেশে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচি গ্রহণ করার ফলে মানুষের মধ্যে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়েছে, রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, মৃত্যুহার কমে গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক পরিসংখ্যান (সূত্র : বিআইডিএস) অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৯৯০ সালে মোট জনসংখ্যার ৪.৯৮ শতাংশ ছিল প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং ২০০১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬.১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০৫০ সালে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর এ হার হবে ২০ শতাংশ অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতি পাঁচ জন মানুষের মধ্যে একজন হবেন প্রবীণ। এ বৃদ্ধির হার আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য এখন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী দেশে প্রায় ৩০.৫ শতাংশ (২০১০ সালের জরিপ অনুযায়ী) লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। (NPOP 2013) ।

৫.৩.২. প্রবীণ ব্যক্তিদের সামাজিক মর্যাদাগত অবস্থা

আধুনিক বিশ্বে উন্নয়নের প্রতিযোগিতায় দক্ষিণ এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করলেও মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ে জ্যামিতিক গতিতে বিপরীতমূখী যাত্রা। এজন্য দেশের প্রবীণব্যক্তিগণ নানাভাবে সামাজিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রধান সমস্যাবলীর মধ্যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা এবং অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা অন্যতম। আমাদের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে পরিবার হল একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। অতীতে প্রবীণেরা যৌথ পরিবারে সকলের নিকট হতে সেবা এবং সহায়তা পেতেন এবং এভাবেই তাদের প্রবীণ সময় কেটে যেত। পরিবার এবং সমাজে প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনসহ তাদের বেশি যত্ন নেয়ার একটি বিশেষ মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির চর্চা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক নানা পরিবর্তনের ফলে যৌথ পরিবারগুলো ভেঙ্গে যাচ্ছে। প্রবীণেরা হারাচ্ছে তাদের প্রতি সহানুভূতি, বাড়ছে অবহেলা আর তারা শিকার হচ্ছেন বঞ্চনার। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারায় দেখা যাচ্ছে প্রবীণরা প্রথমত নিজ পরিবারেই তাদের ক্ষমতা ও সম্মান হারাচ্ছেন এবং ধীরে ধীরে সমাজের সকল কর্মকাণ্ড হতে বাদ পড়ছেন। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের

প্রবীণদের বার্ধক্যজনিত সমস্যা আর অন্যদিকে চরম আর্থিক দীনতার মধ্যে থাকার কারণে তারা পরিবার হতে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সকল ধরনের সেবা পাবার সুযোগ হতে বঞ্চিত। ফলে প্রবীণ এই জনগোষ্ঠী প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তা ঝুঁকির মুখোমুখি হচ্ছেন যা আগামীতে একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। সমাজের বিপুল এ জনগোষ্ঠীকে কোনভাবেই উপেক্ষা করার উপায় নেই। তাই প্রবীণদের উন্নয়নের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এখন বেশ গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দঁড়িয়েছে (NPOP 2013)।

৫.৩.৩. প্রবীণদের জন্য সরকারের উদ্যোগ

বাংলাদেশ সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের সমস্যাগুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে আসছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ১৯৯৮ সালে দেশের দরিদ্র প্রবীণদের জন্য "বয়স্ক ভাতা" কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। সরকার অবসর প্রাপ্তদের পেনশন ব্যবস্থা সহজীকরণ ও সুবিধাদি বৃদ্ধি করেছে। তবে প্রবীণদের বৃহত্তর স্বার্থে অর্থাৎ প্রবীণদের অধিকার, উন্নয়ন এবং সার্বিক কল্যাণের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন (NPOP 2013)।

৫.৩.৪. জাতীয় প্রবীণ নীতিমাল ২০১৩-এর মৌলিক দিক

জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা

প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার লক্ষ্যে যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা হল:

(১) সমাজ ও পরিবারে প্রবীণ ব্যক্তিরা যাতে অবহেলা, অবজ্ঞা, বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার না হন তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা;

(২) পরিবারে প্রবীণ পুরুষ ও প্রবীণ নারীদের ন্যায্য সম্পত্তি ভোগের অধিকার নিশ্চিত করা এবং আইনগতভাবে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান;

(৩) স্বেচ্ছাসেবী, উন্নয়ন এবং অন্যান্য উপযুক্ত সংস্থার মাধ্যমে দেশের প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বার্থ রক্ষা ও সম্পত্তি ভোগের প্রয়োজনে আইনগত ও অন্যান্য উপায়ে সহযোগিতা প্রদান;

(৪) প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও ঝুঁকিপূর্ণ হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক পূর্ণভাবে নিরাপত্তা বিধান করা (NPOP 2013)।

উর্পযুক্ত নীতিমালায় প্রবীণদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তামূলক ও অধিকারের বিষয়গুলো বিবৃত হয়েছে।

৫.৩.৫. প্রবীণদের অধিকার বাস্তবায়ন কৌশল

১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হবে। এ কমিটি জাতীয় নীতিমালার বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ করবে।

২. প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার, উন্নয়ন এবং কল্যাণে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পৃথক

শাখা স্থাপন করা হবে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ করা হবে। ঐ পরিবীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রবীণ ব্যক্তি এবং নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে।

৩. সরকার প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার, উন্নয়ন এবং কল্যাণের জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৪. প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়ন এবং কল্যাণ বিষয়ক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান।

৫. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রবীণ ব্যক্তিদের অধিকার, উন্নয়ন এবং কল্যাণ বিষয়ক তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং গবেষণা কাজ পরিচালনা করবে। গবেষণা এবং সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির সুপারিশের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৬. স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা পরিকল্পনায় প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট করা হবে এবং সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ঐ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রবীণদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সমন্বয় এবং প্রশাসনিক উদ্যোগ নিশ্চিত করবে।

৭. প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে অবহেলা ও নিপীড়নের হাত হতে রক্ষা করার জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত আইন/সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করবে।

৮. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, জাতীয় সম্প্রচার কেন্দ্রসমূহ এবং গণমাধ্যম তাদের কার্যক্রমে বার্ধক্য ও প্রবীণ কল্যাণ বিষয়াবলী অন্তর্ভুক্ত করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করবে (NPOP 2013)।

৫.৪. প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য কর্মসূচি

প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের এ কর্মসূচি সংস্কারের ৪টি অংশ নিম্নরূপ:

৫.৪.১. বয়স্কদের জন্য ভাতা

বয়স্কদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ষাট ও তদূর্ধ্ব বয়সী সকল (বয়সভিত্তিক এ দলের ৫০%) দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত নাগরিককে বয়স্ক ভাতা প্রদান করা হবে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের অর্থমূল্যে মাসিক পেনশনের পরিমাণ হবে ৫০০ টাকা। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে ভাতার পরিমাণ সঙ্গতিপূর্ণ করা হবে। যাদের বয়স ৯০ ছাড়িয়ে যাবে তাদের ক্ষেত্রে মাসিক ভাতার পরিমাণ হবে ৩,০০০ টাকা (NSSS 2015) ।

৫.৪.২. সরকারি কর্মচারীদের পেনশন

বয়স্কদের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থা আগের মতোই চলমান থাকবে।

৫.৪.৩. জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম

বয়স্কদের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিয়োগকারী এবং কর্মী উভয়ের অংশিদারিত্বের উপর ভিত্তি করে জাতীয় সামাজিক বিমা স্কিম (এনএসআইএস) চালুর সম্ভাবনা ও সুযোগ অনুসন্ধান করা হবে (NSSS 2015) ।

৫.৪.৪. পিভিপি

বয়স্কদের অধিকার সুরক্ষায় সরকারের আরেকটি কর্মসূচি হল– পেশা বা কর্মসংস্থান নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত বেসরকারি স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন (পিভিপি) ব্যবস্থা প্রণয়নের বিভিন্ন সম্ভাবনা পর্যালোচনা করা হবে।

ক. প্রথম অংশটি, অর্থাৎ বয়স্ক ভাতা সম্পূর্ণভাবে সরকারের বাজেট বরাদ্দ হতে অর্থায়িত হবে। খ. দ্বিতীয় অংশটি, অর্থাৎ সরকারি চাকুরিজীবী পেনশনের অর্থায়নও বাজেট থেকে করা হবে। অন্য দুটি অংশ, যেমন- ক. সামাজিক বীমা ও খ. স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণমূলক পেনশন বেসরকারি সম্পদের মাধ্যমে অর্থায়িত হবে (NSSS 2015) |

বর্তমান জনমিতিক বিন্যাসের ভিত্তিতে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের আওতায় পুনর্গঠিত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের প্রথম বছর, অর্থাৎ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ষাটোর্ধ্ব বয়সীদের সংখ্যা হবে প্রায় ১১.৪ মিলিয়ন। প্রায় ০.৬ মিলিয়ন সরকারি পেনশনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রকৃত বয়স্ক ভাতা পেতে পারে এমন ব্যক্তিবর্গের সংখ্যা হবে ১০.৮ মিলিয়ন। প্রতি মাসে ৫০০ টাকা নির্ধারিত ভাতা/সুবিধা, আয় মানদণ্ডের ভিত্তিতে (দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত সংজ্ঞায়িত হয়েছে এভাবে ১.২৫x উচ্চ দারিদ্র্য রেখা) ৫০% সুবিধাভোগী নির্ধারণ এবং প্রথম বছরে ৬০ শতাংশ বাস্তবায়ন বিবেচনা করে ভিত্তি বছরে (২০১৫-১৬ অর্থবছর) মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ১৯.৮ বিলিয়ন টাকা। ১৯ নব্বই বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সীদের ক্ষেত্রে লক্ষ্যভুক্ত জনসংখ্যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৬,০০০ জন হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। আয় বিবেচনায় ৫০% সুবিধাভোগী বাবদ ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এ অংশের প্রাক্কলিত ব্যয় ০.৩ বিলিয়ন টাকা। এভাবে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচির মোট ব্যয় এই অর্থবছরের জন্য প্রাক্কলন করা হয়েছে ২০.১ বিলিয়ন টাকা (সারণি ৫.২)। বাংলাদেশের জনসংখ্যার বয়োবৃদ্ধির প্রবণতা, ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলের ১০০% বাস্তবায়ন এবং মুদ্রাস্ফীতির (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমিত বার্ষিক গড় ৬ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি) উপর ভিত্তি করে এ কর্মসূচির ভবিষ্যৎ ব্যয় প্রক্ষেপণ (চলতি অর্থমূল্যে) করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের হিসাব সারণি ৫.৩ এ প্রদর্শিত হয়েছে। সরকারি কর্মচারিদের পেনশনের ব্যয় নির্ধারণ: এক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরিবর্তন প্রস্তাব করা হয়নি (Ibid)।

৬. পর্যালোচনা

এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, ইসলামই একমাত্র জীবনাদর্শ, যেখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষের যথাযথ মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করেছে। মানুষের জীবনচক্র অনুযায়ী প্রবীণত্ব একটি ভবিতব্য বিষয়। কাজেই প্রবীণের অধিকার ও মর্যাদা প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ও হাদীসে সুবিস্তৃত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেখানে প্রবীনের যাবতীয় অধিকারের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রবীণসহ সকলের অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা কর তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে (Al-Qurān, 4:58)।

এ আয়াতটি আন্তর্জাতিক সামাজিক সুরক্ষা ও বিশ্বমানবাধিকারের সবচেয়ে বড় ভাষ্য। এ আয়াতের আবেদন কাল থেকে কালান্তর মানবজাতিকে সামাজিক সুবিচার, সামাজিক সুরক্ষা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর বলেন,

اختلف أهل التأويل فيمن عُني بهذه الآية.فقال بعضهم: عني بها ولاة أمور المسلمين.

ব্যাখ্যাকারগণ উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, 'এ আয়াতের ঘোষণা মুসলিম শাসকদের উদ্দেশ্যে (Ibn Jarīr 1997 8/490)।

যায়িদ ইব্ন আসলাম (র.) বলেন,

نزلت هذه الآية:"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"، في ولاة الأمر

'এ আয়াতখানি বিশেষভাবে শাসনর্তাদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে (Ibid.)।

লাইছ রহ. শাহর ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

نزلت في الأمراء خاصة"إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل .

নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে।' এ আয়াতখানি বিশেষভাবে শাসনর্তাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে (Ibid.)।

আলী (রা.)-এর উপদেশসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত,

حقٌّ على الإمام أن يحكم بما أنزل الله، وأن يؤدّيَ الأمانة، وإذا فعل ذلك، فحقّ على الناس أن يسمعوا، وأن يُطيعوا، وأن يجيبوا إذا دُعوا

শাসকের ওপর দায়িত্ব হল, আল্লাহ্ তাআলার অবতীর্ণ আইন মুতাবিক শাসনকার্য পরিচালনা করা। শাসকের আরো কর্তব্য হচ্ছে, জনগণের আমানত আদায় করা। 'আর ঐ কার্যসমূহ যখন তিনি সম্পাদন করবেন, তখন জনগণের কর্তব্য হয়ে পড়ে তার হুকুম পালন করা। আনুগত্য করা। আর যখন তিনি আহ্বান করেন তখন সাড়া দেয়া (Ibid.)।

ইউনূছ ইব্ন ওয়াহাব থেকে তিনি ইবন যায়িদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার পিতা বলেছেন,

هم الوُلاة، أمرهم أن يؤدّوا الأمانات إلى أهلها

'এ আয়াতে শাসকবর্গকে বোঝানো হয়েছে। যাতে তারা আমানত তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করে (Ibid.)।

উপর্যুক্ত আয়াত প্রসঙ্গে ভাষ্যসমূহের আলোকে প্রতীয়মান যে, প্রবীণসহ সর্বপর্যায়ের নাগরিকের সামগ্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদান রাষ্ট্রপ্রধানের প্রধান

দায়িত্ব ও কর্তব্য। অপরপক্ষে প্রচলিত আইনে বিশেষত বাংলাদেশ সংবিধানের ভাষ্যে ও জাতীয় প্রবীণ নীতি ২০১৩ এবং জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় জাতীয় সামাজিক কর্মসূচিতে বয়স্ক বা প্রবীণদের জন্য সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থায় প্রবীণদের সেবা গ্রহণের চাহিদা আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত।

সুতরাং ইসলামী শরীআহর মূল উৎস আল-কুরআন ও আল-হাদীসে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে বিস্তৃত নীতিমালা পেশ করা হয়েছে তা মানবসভ্যতার জন্য চিরন্তন আদর্শ হয়ে আছে। যে নীতিমালার আলোকে মাদীনা মুনাওয়ারাহ্ রাষ্ট্রে বিশ্বনবী ﷺ প্রবীণদেরকে প্রদান করেছিলেন যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার। আজো নির্মোহভাবে এ শাশ্বত নীতিমালাকে অনুধাবন করলে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র প্রবীণের যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অভাবনীয় ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

৭. উপসংহার

সমাপনীতে বলা যায়, প্রবীণের অধিকার সুরক্ষায় ইসলামী শরীআহ্ কঠোর নির্দেশনা উপস্থাপন করেছে। পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশও প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষায় রাষ্ট্রীয় নীতিমালা পেশ করেছে। ' প্রবীণদের অধিকার সুরক্ষা : শরীআহ্ ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক বিশ্লেষণ' গবেষণা প্রবন্ধের ফলাফল ও প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

৭.১. ফলাফল

১. আল-কুরআনে বর্ণিত প্রবীণদের অধিকার ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

২. আল-হাদীসে বর্ণিত প্রবীণদের অধিকার ও তৎসংশ্লিষ্ট আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

৩. আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে প্রবীণের বয়সসীমা উপস্থাপিত হয়েছে।

৪. প্রবীণদের মৌলিক অধিকারসমূহ দলীলভিত্তিক উপস্থাপিত হয়েছে।

৫. বিভিন্ন দেশের ন্যায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রবীণদের অধিকার নীতিমালা পর্যালোচিত হয়েছে।

৬. পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বেসরকারী সেবাসংস্থার উদ্যোগে প্রবীণদের অধিকারের বিষয়সমূহ প্রামাণ্য আলোচনা করা হয়েছে।

৭.২. প্রস্তাবনা

১. প্রবীণ ব্যক্তিদের পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করতে হবে।

২. দুঃস্থ প্রবীণদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

৩. প্রবীণদের খাদ্য নিরাপত্তা, চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে।

৪. তথাকথিত সেবার নামে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর প্রবণতা পরিহার করতে হবে।

৫. প্রবীণদের অর্জিত সম্পত্তিকে নিজের মনে করে তাদেরকে গলগ্রহ করে রাখার ভবিষ্যত পরিণতির কথা ভেবে বিষয়গুলো সংশোধন করতে হবে।

৬. দুনিয়া ও আখিরাতে প্রবীণদের মর্যাদার বিষয়টি ইসলামী চেতনার সঙ্গে গ্রহণ করে তাদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণ করতে হবে।

সুতরাং উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে প্রবীণদের যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা প্রতি মানুষের, পরিবারের, সমাজের ও রাষ্ট্রের উপর অর্পিত দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব পালিত হলে প্রবীণগণ বয়সের প্রান্তসীমায় এসে তাদের প্রাপ্য অধিকার লাভ করবেন।

Bibliography

Al-Qurān al-Karīm

Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Ash‘ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistānī. ND. Sunan. Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi.

Aḥmad ibn Ḥambal. 2001. *Musnad*. Beirut: Muassasah al-Risālah.

Al-Ālūsī, Shihāb ad-Dīn Maḥmūd ibn ‘Abd Allāh. 1415H. Rūh al-Ma'ānī fī Tafsīri-l-Qur'āni-l-'Aẓīm. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū ‘Abdullah Muḥammd ibn Ismā’īl. 1987. *Al-Jāmi’ al-Musnad al-Sahīh*. Cairo: Dār Ibn Kathīr.

Al-Ḥākim al-Naysābūrī, Abū ʿAbdullāh Muḥammad ibn ʿAbdullāh .1990. *Al-Mustadrak ala aṣ-Ṣaḥeeḥayn*. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

Al-Haytamī, Shibab al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad ibn Muḥammad. 1994. Majmu' al-Zawa'id. Cairo: Maktaba al-Qudsi.

Ali, Mohammad Et al (eds.). 2001. *Bengli-English Dictionary*. Dhaka: Bangla Academy.

Al-Tirmīdhī, Abū ‘Īsā Muḥammad ibn ‘Īsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr al-Būghī al-Tirmidhī. 1998. *Sunan*. Bairut: Dār al-Garb al-Islāmiyyah.

Biswas, Shoilendra. 1995. Samsad Bangla Ovidhan. India: Sahittya Samsad.

Dictionary of Thesaurus, https://www.dictionary.com/browse/old-age, Accessed Date-01.02.2016

Fitzgerald, P. J. 1996. *Salmond on Jurisprudence*, London: Twelfth Edition,

Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad. 1997. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wil āy al-Qurān*. Damascus: Dār al-Qalam.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. 2003. *Al-Musnad al-Saḥīḥ*. Beirut: Dār al-Fikr.

Nath, Dr. Anima Rani & Karim, Rezaul. 2005. *Manobadhikar, Samajik Nay Bichar O Samajkarmo*. Dhaka: Radiant Publications,

National Policy on Older Persons. 2013. People's Republic of Bangladesh

National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh. 2015. General Economics Division (GED) Planning Commission Government of the People’s Republic of Bangladesh

Patowari, Dr. A.B.M. Mofizul Islam & Akhtaruzzaman, Md. 1993. *Manobadhikar O Aingato Sahayota Daner Mulnity*. Dhaka: Humanist And Ethical Association of Bangladesh,

Rahman, A.S.M. Atiqur. 1999. Bangladesher Bardhoker Bivinno Dik. *Probin Hitoishi Potrika*. Volume-37, Issue-1-2.

Rashid, Dr. Muhammad Abdur & Khalil, Dr. Mohammad Ibrahim. 2018. Dhaka: *Islame Manobadhikar*. Dhaka: Marit Fair Prokashon,

Sharif, Ahmad & others. 1999. *Bangla Academy Sangkipto Bangla Obidhan*, Dhaka: Bangla Academy.

Sharma, Urmila & Sharma, S. K. 2007. *Principles and Theory in Political Science (Vol. 1)*. India: Atlantic Publishers & Distributors Ltd,

Siddiqui, Zillur Rahman (ed). 2011. *English Bengali Dictionary*. Dhaka: Bangla Accademy.